দেশ–সম্পাদককে লেখা চিঠি

(সুনীল গাঙুলির দুটি লেখা নিয়ে)

''দেশ'' সম্পাদক সমীপে, মাননীয়েষু:

দেশ পত্রিকার পাতায় সম্প্রতি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মশায়ের উপস্থিতি (অন্তত নিম–উপস্থিতি) দেখতে পাচ্ছি, এটা বড়োই আনন্দের কথা । সুখপাঠ্য, সহজপাঠ্য –– সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা যেন সিল্ক কাট সিগারেট, মসৃণ, বিজ্ঞাপনের ভাষায় smooth.

ওঁর 'প্রবাসী বাঙালি: সার্থকতা ও পরের প্রজন্ম' (দেশ, সতেরোই আষাঢ়, ১৪১০) অবশ্যই ব্যতিক্রম নয়, পা পিছলোতে পিছলোতে পড়ে নেওয়ার বেশ কিছু পরে খেয়াল হোলো আমেরিকার প্রবাসী বাঙালী চর্মব্যবসা আর যোগশিক্ষা ছাড়া লেখাপড়ার জগতেও খুব একটা খারাপ করেননি । ভালোই করেছেন, বেশ ভালো করেছেন । রাজচন্দ্র বসু তো ছিলেনই, তাছাড়া আরো অনেক নাম মনে আসছে, যথা, সুদীপ চক্রবর্তী, সুগত বসু, পল্লব ভট্টাচার্য, রবি ভট্টাচার্য, মুকুল মজুমদার, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভ্যাক । সায়েবি 'বরপুত্রসঙ্ঘ' রা এঁদের মানপত্রাদি দিয়ে থাকে । তবে একথা ঠিক যে এঁদের অনেকেই 'পথের নেশায় পাথেয়' করেছেন 'হেলা' । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যে জগতে ঘোরাফেরা করেন এঁরা হয়তো সে জগতের লোক নন । কিন্তু দস্তুরমতো রিসার্চ করে লেখেন –– যথা 'সেই সময়', 'প্রথম আলো' –– বলে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম আছে, তাই আর একটু রিসার্চ করে দুয়েক কলাম ইঞ্চি এঁদের জন্য দিলে চমৎকার লেখাটি সর্বাঙ্গসুন্দর হোতো । তাঁর কলম একটুআধটু প্রিয়তোষণ করুক, আমাদের তাতে আপত্তি নেই কিন্তু তাঁর দাক্ষিণ্যের ছোঁয়া থেকে যেন অকিঞ্চনরাও বঞ্চিত না হয় , এই আমাদের প্রার্থনা ।

তবে খিদের কথা যদি বলেন, তাহলে সিল্ক কাট কেন, কোনো সিগারেটেই খিদেটা ঠিক মেটে না; তার ওপর আবার বৈদ্যদের ভয়ানক সব সতর্কবাণী আছে । রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকীর কাছাকাছি ২০শে বৈশাখ, ১৪১০–এর দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা 'রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার ও পুনরাবিষ্কার' প্রবন্ধটি ধরা যাক । ধূম্রপায়ী উট সদৃশ অনবদ্য প্রচারলিপি jacket blurb–এর কথা ছেড়ে দেওয়া গেল । গৌরচন্দ্রিকা হচ্ছে পাপোশলুণ্ঠিত রবীন্দ্র রচনাবলীর কথা দিয়ে । তারপর সুখটান দিতে দিতে আমরা তিন কলাম পড়ে ফেললাম । এর মধ্যেই কত কথা সুনীল আমাদের জানালেন –– অচিন্ত্যবাবুর কবিতার ছত্র, বুদ্ধদেব–প্রেমেন্দ্র প্রমুখের গুপ্ত রবীন্দ্রপ্রীতি, সাবিত্রীপ্রসন্নর নামে রাস্তা, রাবীন্দ্রিকতাস্পর্ধীদের কথা, সাহিত্যে গুরুবাদের অচলতা, বর্ণাশ্রম প্রথা ও রবীন্দ্রনাথ, গুরুদেব নামের মালা খুলে ফেলায় রবীন্দ্রনাথের অনীহা, ইত্যাদি । আঙুলে ছ্যাঁকা লাগতে খেয়াল হোলো, এসবের সঙ্গে বেচারী রচনাবলীর কী সম্পর্ক? পাপোশ কোথায় গেল? একটা মার্কিন প্রবাদ মনে পড়ছে –– কুমীরব্যূহবেষ্টিত হয়ে আমরা ভুলে

যাই যে আমরা এসেছিলাম খাল সেঁচতে, when you are up to your eyeballs in alligators, you tend to forget that you came here to drain the pond.এর মধ্যে জানা গেল যে, যে খাটে বসে সুনীল এল এস ডি চেখেছিলেন, সেখানেই বইয়ের পাহাড়, আর সাবালক সুনীলেরা ততদিনে হাত ও পায়ের আপেক্ষিক অপবিত্রতা বিষয়ে ছেলেবেলার কুশিক্ষা ভুলতে পেরেছেন অতএব রচনাবলীতে একআধবার লাথি লেগে তো যেতেই পারে । এইবার আমরা ধান ভানারই গীত শুনতে পাচ্ছি, জানতে পারছি রবীন্দ্রনাথ কবিতার সহজ ব্যাকরণও মানেন নি । সুনীল লিখছেন 'দৈর্ঘ্য যদি দীর্ঘসূত্রী হয় . . . ' । আমাদের বরাতক্রমে 'দৈর্ঘ্য' 'দীর্ঘসূত্রী' হয় কী করে ('যজ্ঞের আবার দাস কী?')এই জটিলতর প্রশ্নে হোঁচট খেয়ে পড়বার আগে সুনীল আমাদের রবীন্দ্রনাথের গানের জগতে পৌঁছে দিয়েছেন, এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের গোষ্পদে তাবৎ বাংলা গানের বিশ্বরূপ দেখিয়েছেন । গান নিয়েও উনি বেশ ওয়াকিবহাল, এটা প্রশংসার্হ ।

আর কথা বাড়াবো না । সুনীলের শেষ কথা হোলো যে তিনি অতি মূর্খ নন, আরো বড় মূর্খও নন, যদিও এ সত্য নিয়ে আমাদের মনে কোনোদিন কোনো সন্দেহই ছিলো না । তবে সুখপাঠ্য, সহজপাঠ্য এবং সুপাঠ্য –– আমাদের মত কিছু মূর্খের জন্য রবীন্দ্রনাথ আছেন ও থাকবেন । রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে আমাদের গলার কাছে ব্যথা ব্যথা করবে, ঘষা রেকর্ডে নির্মলেন্দু লাহিড়ীর কণ্ঠে 'আর উঠিল না, সূর্য গেল অস্তাচলে' শুনে আমাদের চোখে জল গড়াবে, মঞ্চে মিত্র দম্পতীর মারফৎ বলা, কবির 'দে দোল্ দোল্' মনে করে আমরা রোমাঞ্চিত রুদ্ধবাক্ হয়ে বসে থাকবো । সুনীল লিখছেন 'এখন বারবার ফিরে যাই রবীন্দ্রনাথের কাছে' । তার মানে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ পাপোশ থেকে প্রাণে এসেছেন । এ কৃতির জন্যও তো তাঁকে গুরুদেব না হোক রকের বাণীতে গুরু বলা যায় । এটা আমাদের উপরি লাভ ।

তবে মুস্কিলটা হচ্ছে কী, অতিরিক্ত ধূমপানে ক্যান্সার হয় এটা প্রমাণিত সত্য আর এ রোগের নিরামক বৈদ্য যিনি ছিলেন তাঁর নাম সাগরময় ঘোষ, তিনি গতাসু । তিনি পাহারায় থাকলে অন্তত 'অচলায়ন' –এ বসে 'তির' বিদ্ধ (যল্লিখিতং) হতে হোতো না ।

নমস্কারান্তে, ভবদীয়
সুমিত রায়, নিউ জার্সি

1. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই দুটি লেখাই অতি বিস্তৃত,তাই ইচ্ছে থাকলেও এখানে দেখানো গেলো না। তাছাড়া কপিরাইটের দায়ও আছে।
2. দেশ পত্রিকা চিঠিটি ছেপেছিলেন,বেশী বিলম্ব না করে। শেষ অনুচ্ছেদটি দেশ পত্রিকা আর ছাপাননি। এঁরা অতি ঘুঘু সাংবাদিক গোষ্ঠী।